প্রণয় ও পঙক্তি
ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস

প্রণয় ও পঙক্তি

ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস

তুহিনা প্রকাশনী

PRANAY O PANGKTI

A collection of Bengali Poems

Writer: Dr. Tapan Kumar Biswas

Published by

Tuhina Prakashani

36/6/2A Madan Mitra Lane, Kolkata- 700006, Ph-7278877385

E-mail: mpkolkata06@gmail.com Web: tuhinaprakashani.com

Price: Rs 150.00 only

প্রণয় ও পঙক্তি

(কাব্যগ্রন্থ)

লেখকঃ ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস

গ্রন্থস্বত্বঃ ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

সরোজ পার্ক, টাকী রোড, বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪

প্রকাশক

তুহিনা প্রকাশনী, ৩০/৬/২এ মদন মিত্র লেন, কলকাতা- ৭০০০০৬

ফোনঃ ৭২৭৮৮৭৭৩৮৫, ই মেলঃ mpkolkata06@gmail.com

ওয়েব সাইটঃ tuhinaprakashani.com

প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা, ২০২৩

প্রচ্ছদঃ সুতপা দাস

বর্ণ সংস্থাপন এবং মুদ্রক

মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং, ২৩ মদন মিত্র লেন, কলকাতা- ৭০০০০৬

ফোনঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

ই মেলঃ mpkolkata06@gmail.com

প্রাপ্তিস্থানঃ

তুহিনা প্রকাশনী, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩

ফোনঃ ০৩৩-৭৯৬৭০৮৭১/ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

বর্ণমেলা, স্টল নং, কেএমসি ৬৫, কলেজ স্কয়ার(দক্ষিণ) সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২

আদি পাল ব্রাদার্স, কে কে মিত্র রোড, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪

রেড হার্ট, টাকী রোড, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪ (৯৪৩৩১২৫১৯৫)

মুল্যঃ ১৫০ টাকা

ISBN:

উৎসর্গ

ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

কে

যার উৎসাহ ও পরিচর্যায় এই কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি।

মুখবন্ধ

লেখকের একাদশতম গ্রন্থ "প্রণয় ও পঙক্তি" তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। চিরাচরিত ভাবনা আর মানবিক মূল্যবোধ এই গ্রন্থের মৌলিক বিষয়। তার সঙ্গে রয়েছে সমসাময়িক আধুনিকতার যোগসূত্র। সকল কবিতার মধ্যেই রয়েছে সম্ভাবনার শব্দ আর আশাবাদ। বেশ কিছু কবিতায় নৈরাশ্য আছে, কিন্তু একই সঙ্গে রয়েছে স্বপ্ন। যা কবিতাগুলোকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর লেখা 'ফিরে আসা", 'জেগে আছি' 'জনারণ্যে পদাতিক', "রঙিন কাঁচঘর", "অদম্য" ও "বিমূর্ত সংলাপ" কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠকদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহের তৈরি করেছে। মিশর ভ্রমণ নিয়ে তাঁর লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারি গ্রন্থ "মিশর- মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে" এই গ্রন্থখানি প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ। মিশরের বিশদ ইতিহাস, ভৌগলিক বর্ণনা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত সব রয়েছে গ্রন্থখানিতে। 'আবেগ ও অন্তর" লেখকের একটি প্রবন্ধসংকলন – তাঁর অন্যতম একটি সংযোজন। তাঁর ছোটোগল্প গ্রন্থ 'অনাদৃত উচ্ছ্বাস" ও 'আলোকবর্তিকা' ইতিমধ্যে পাঠকমহলে সমাদৃত।

বর্তমান প্রকাশনা "প্রণয় ও পঙক্তি" কাব্য অঙ্গনে পাঠক অন্য ভাবনার এক প্রশস্ত উঠোন খুঁজে পাবেন।

ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪

লেখক পরিচিতি

ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস

'বিশেষ করোনা যোদ্ধা' সম্মান প্রাপ্ত

সভাপতি, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখা।

রাজ্য সভাপতি(২০১৮-২০১৯), ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য কমিটি।

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

প্রাক্তন পৌরপ্রধান পারিষদ, বারাসাত পৌরসভা।

প্রাক্তন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল।

প্রাক্তন সম্পাদক ইয়োর হেলথ,সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পত্রিকা-আই এম এ।

আজীবন সদস্য, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি।

আজীবন সদস্য, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স।

প্রাক্তন সদস্য, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল।

প্রাক্তন সভাপতি, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বারাসাত আঞ্চলিক কমিটি।

প্রাক্তন সভাপতি, বিজিনেস মেনস অ্যাসোসিয়েশন, টাকি রোড, বারাসাত।

লেখকের গ্রন্থ সমূহ –

ভ্রমণকাহিনীঃ-

মিশর- মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে

গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধসংকলনঃ-

আবেগ ও অন্তর

ছোটোগল্পঃ -

অনাদৃত উচ্ছ্বাস

আলোকবর্তিকা

কাব্যগ্রন্থঃ

ফিরে আসা, জেগে আছি

জনারণ্যে পদাতিক, রঙিন কাঁচঘর

অদম্য

বিমূর্ত সংলাপ

প্রণয় ও পঙক্তি

বিশ্বভ্রমণে তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, তাঁর মধ্যে মিশর, রাশিয়া, চিন, ইউরোপের – গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টেন, ভ্যাটিকান সিটি, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, হংকং, উজবেকিস্তান, ম্যাকাউ, ওমান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি লন্ডন, প্যারিস, মস্কো, সেন্টপিটার্সবার্গ, জেনেভা, রোম, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, পিসা, তাসখন্দ, বেজিং, সাংহাই, হংকং, ম্যাকাউ, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া , ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, কলোম্বো, কুয়ালালামপুর, মাস্কাট সহ আরও অনেক শহর ভ্রমণে গিয়েছেন।

তিনি রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত। স্বাস্থ্যসচেতনতা ও সমাজ সচেতনতা নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে দুঃস্থ শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করে থাকেন।

তিনি আরও কয়েকজন সমাজসেবিকে সঙ্গে নিয়ে সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি বৃহৎ সংগঠন গড়ে তুলেছেন যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়মিত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

করোনা অতিমারির সময়ে তিনি বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা সহ অন্য বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা প্রদান করছেন। এই দুঃসময়ে দুঃস্থ প্রবীণ নাগরিকদের আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি আই এম এ বারাসাত শাখায় বয়স্ক চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। সেখানে প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

করোনা ভাইরাস আক্রমণের ক্রান্তিকালে তিনি বহু গরিব মানুষের মধ্যে ওষুধ, অর্থ ও খাদ্য বিতরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বিভিন্ন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে এ সময়ে মানুষের মনোবল বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক রোগীর চিকিৎসা করছেন। তাঁর রোগীদের টেলিমেডিসিন ও হোয়াটসঅ্যাপের সাহায্যে পরিষেবা প্রদান করছেন।

চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে করোনা মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাজ ও পরিশ্রম করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২০ সালে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখা তাঁকে ‘করোনা যোদ্ধা” বিশেষ সম্মান প্রদান করে।

সূচীপত্র

স্বপ্নপূরণের দিঘি
আকন্ঠ সদালাপ
নীলকন্ঠ পতঙ্গের মতো
মুখোশ
এমন তো কথা ছিল না
প্রণয় ও পঙক্তি
যন্ত্রণা
প্রহর প্রবাহে
বিবাগী জোছনা
তমসা
আষাঢ়
নখ
টমেটো সস ও বকবকম পায়রা
পূর্ণ যাপন
বৈশাখী রংধনু
পর্ণমোচীর ছাদ বাগানে
চলো, পালাই
নিষ্ক্রমণের পথে
রুখে দাঁড়াই
রমনীয় রূপনারায়ণ
বদল
উত্তরাধিকার কবিতা
হাসি ও তপস্বিনী
সমর্পণ
শীতল শব্দের মতোন

ঘৃণা

আকণ্ঠ ফাল্গুনে

চুপকথা

বহুব্রীহি

মন রেখেছি ময়দানে

এলোমেলো হাওয়া

একটি হৃদয় রেখে যাও

ব্যথার বৃত্তে

নিভৃত যাপনে

অনবদ্য দিনান্তে

অতল সমুদ্র তখন

অপ্রাপ্তির দিনপঞ্জী

তোমার বিকেল তোমার রোদ্দুর

মুক্তো নয়তো ঝিনুক

দাস

আকীর্ণ জীবনে

রয়ে যাই কিশোর

অন্বেষণ

চিঠির ধ্রুপদী আলাপ

জোছনার উপশহরে

মুক্তি

অস্তরাগে নৈঃশব্দ্য

করুণা ও ক্লান্তি

অপরাহ্নের বাতায়ন

স্বপ্নপূরণের দিঘি

প্রজাপতি হতে ইচ্ছে হত অবুঝ শৈশবে
আজও ইচ্ছে করে প্রজাপতি হই
সাতরঙা সবুজ।
ইচ্ছে করে নির্মল ঘুম আসুক চোখে।
প্রজাপতি এমনই ঘুমোয় কামুক কিশোরের বুকে।
পুজোয় কাশফুল হতে ইচ্ছে হত কৈশোরে
এখনও ইচ্ছে করে একবার কাশফুল হই
কাশবনে গোপনে।

ইচ্ছে করে নিলাজ
আড্ডা দিই দক্ষিণ পাড়ার রোয়াকে দলবেঁধে ।
কে যেন বলেছিল,
কাশফুলের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ নয় মোটেই।
এই সায়াহ্নে এসে জানলাম,
কাশবনে প্রজাপতি ওড়ে না।
আমার ইচ্ছেগুলোর কি হবে?
আজও তৃষ্ণার্ত রয়ে গেলাম -
অপূর্ণ ইচ্ছেই তো স্বপ্নপূরণের দিঘি।

আকণ্ঠ সদালাপ

জনমে ছিল ব্যথা
মরণে অগস্ত্য মুনির বাধা
বিরহ ক্লান্তিতে সেও পরিণত যন্ত্রণা।
লেনাদেনা হল না বিশ্বস্ত ব্যাবসায়ির সাথে
সমর্পণ হল না প্রণয়ীর চোখে।

তাহলে?
রইল বাকি ছয়।
এককালে সাধ্য ছিল না
সাধ ছিল।
এ কালে সাধটুকুও নেই অবশেষ।

পড়ে আছে গুচ্ছ ধুসর কবিতা।
জগৎ চলছে ভেসে ভেসে-
ভাসমান ব্লুপ্রিন্ট।
লিখলেই লিটল ম্যাগাজিন।
ঠিকমতো পরিপাটি স্নান হলে
গৃহবধু সমৃদ্ধ লেখক।

নীলকণ্ঠ পতঙ্গের মতো

রাস্তা চলেছে ঈশান থেকে নৈঋতে
মানুষ চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে।
আকাশের তারাগুলো
ভেসে যায় সুমেরু সাগরে।
সব মেঘেরা ছোটে দক্ষিণ থেকে উত্তরের পাহাড়ে।

ঢুলতে ঢুলতে
পাখ পাখালি
গাছ গাছালি
নুয়ে পড়ে নরম ভূতলে।
তুই ছুটে চলেছিস ব্যস্ত শারদীয়া কবিতার মতো
নীলকণ্ঠ পতঙ্গের মতো।
আমি ঠাঁয় বসে আছি
জন্ম থেকে
একলা বারান্দায়
স্বর্ণপাত্রে একমুঠো ভালোবাসা নিয়ে।
প্রশ্নে থমকে দাঁড়ায় তৃষ্ণার্ত ভূমি।
বলতে পারিস
কে বেশি জীবিত
তুই না আমি?

মুখোশ

হাল ধরে বসে আছি
তুখোড় নাবিকের মতো।
কলম ছুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছি
উন্মুখ ভবঘুরের মতো।
তুমি
মোবাইল ফোন আছড়ে
ভেঙেছিলে সেদিন।
উজবুক প্রেমিকের মতো চেয়ে ছিলাম তোমার দিকে।
ভবঘুরে আর নাবিকের আদিম নাম ভালোবাসা।
নদী বলেছিল একবার,
কাঁশর ঘন্টা বাজালেই
নারীর চোখে বৃষ্টি নামবে না।
মুখোশ ছাড়া ভালোবাসা হয় না।
নদী বলেছিল,
আমার কাছে আসতে চাও?
ছ'আনার মুখোশ কিনে আনো।
আমি বাপু মুখোশ পরতে পারি না
কিছুই হল না আমার
হবেও না এ জন্মে।

এমন তো কথা ছিল না

চল বাইরে গিয়ে দাঁড়াই
কিছুক্ষণ
কিছুটা সময়।
আবদ্ধ বাতাস ঘরময়
বিরুদ্ধ কথা মনময়।

আগুন হাতে প্রতিশ্রুতি
শুভদৃষ্টিতে
এমন তো কথা ছিল।
কী আশ্চর্য!
সব ভুলে গেলাম!
একখানা ঘর
দুখানা চেয়ার
দুজন মানুষ
দুখানা মুঠোফোন
একঝাঁক নিস্তব্ধ প্রজাপতি।
শুভদৃষ্টিতে
এমন তো কথা ছিল না।

প্রণয় ও পঙক্তি

কে বলেছিল
তোমাকে
দাঁড়িয়ে থাকতে
সন্ধ্যা আরতি রেখে?
আমি তো বলিনি।

কে বলেছিল তোমাকে
আকাঙ্খার আলপনা আঁকতে
বেপথু বুকে?
আমি তো একবারো বলিনি।

ফিরে যাও বরেণ্য অরণ্যে
যেখানে চোখের তৃষ্ণা আর কান্না এক শাখে দোল খায়।
যেখানে বৃদ্ধ রাজার কল্পনা সাতরঙা ফুল হয়ে ফোটে।
আমি কি সত্যিই ভুলে যাব যন্ত্রণার শুভনাম!
আমি কি সত্যিই ভুলে যাব
পায়ে পায়ে হাঁটতে!
যতোই মসৃণ হোক
মৃত্তিকা অথবা আমার পদতল,
আমি যে জেনেছি
স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে না চিরকাল।

যন্ত্রণা

যন্ত্রণা,
তুমিও একাকী ক্যাকটাস মরুতে
আমিও একাকী তোমারই অদৃষ্টে .
যন্ত্রণায়,
কেউ তোমার দায় নেবে না
শুনেছি সেদিন।
আমার পাপ সে আমারই অন্তহীন আভরণ ।
চল হেঁটে যাই ততদূর
একসাথে
মন চায় যতদূর
দুরন্তে
দুঃখ মনস্তাপ ছেড়ে কৌশল্যা সুমিত্রার তপোবনে।

প্রহর প্রবাহে

(অ্যাপোলো হাসপাতালে শুয়ে)

চেয়ারে তখন অনেক ধুলো
কেউ মনে রাখেনি
বাতাসে তখন অনেক কথা
কেউ ছুঁয়ে দেখেনি।
আমি যদি পারতাম তোমাকে করবী ফুল কিনে দিতাম।
ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতে গিটার ঝুলিয়ে ঘুরছি
ঘুরছি তো ঘুরছি
তোমার নাগাল পেলাম না।

তুমি চামচে ডিম ওমলেট খাওয়ালে,
আমি কবিতা ভুলে গেলাম।
ঘরের দেওয়ালে বিস্তর অভিমান
বাইরে নরম আষাঢ়
তুমি না হয় থাকো আরও কিছুক্ষণ ।

বিবাগী জোছনা

ভেবেছিলাম
এবার আষাঢ়ে বৃষ্টি হবে না
কী অসহায় ভাবনা আমার!
ভেবেছিলাম
তোমরা কেউ কথা রাখবে না,
কী দুরাশা নিয়ে নগ্নপদে পথ চলা!
অভিমানে হাত পোড়ে না কারো
অভিমানে মন পুড়ে ছাই হয় না কারো।

অসমাপ্ত গান
যেমন
কুসুমকলি ব্যথার মতো সুন্দর।
চাঁদ যেমন
ছাড়ে না জোছনারে,
আমিও ভুলি না কোনো
অশ্রুসিক্ত কবিতারে।
আমি বিবাগী জোছনা হতে পারব না।

তমসা

কাছের মানুষ একদিন
কাছের মানুষ হয়,
পায়ের শ্যাওলা গায়ে জড়ায়।
আমি মানুষ নিয়ে দুর্বোধ্য কবিতা লিখব একখানা।
সেদিন বেশি দূরে নয়
যখন
দূরের মানুষ দূরে সরে যায়,
সব রমণী আকর্ষি হয়ে যায়।
দুঃখ ভুলতে
আঁকড়ে ধরে দুঃখ প্রাণপণে।
সেই থেকে
দাঁড়িয়ে আছি গভীর নির্জনে।
আমি দুঃখ নিয়ে দুর্বোধ্য কবিতা লিখব একখানা।

যারা দূর্গম পাহাড়ে ঘোরে,
তারা হোঁচট খায় না
নিমন্ত্রণ শেষে কিম্বা পুজোর মধ্যিখানে
কিম্বা
পাহাড়ের পাদদেশে।
- এ কী দুঃসময়!
কবিতার না তমসার!
আমি কবিতা নিয়ে কবিতা লিখব
দুর্বোধ্য একখানা।

আষাঢ়

আষাঢ় মানে সিক্ত বসনে ভালোবাসা।
আমরাও ভিজতে ভিজতে প্রপোজ করেছিলাম
গাঙুরে ভেলা ভাসিয়ে,
তখন ছিল ভরা আষাঢ়,
বৃষ্টির আড়ালে
শুধুই আষাঢ়ের কোলাজ তখন।

কেঁদো না তোমরা কাক পক্ষী ময়ূরী
আষাঢ়ে কেউ কাঁদে না।
হাসতে ভুলো না তোমরা ভালোবাসার পেয়ারী ।

আমিও ভুলিনি,
শেষ সম্বল শেষ করতে নেই
সাদা কাপড়ের খুটে বেঁধে নিও শেষ যাত্রায়
চিত্রগুপ্ত লিখে নেবে ওর তালপাতায়।

জলের ফোঁটা জমিয়ে রাখ যমুনায়।
যমুনাকে ঘুমোতে দিও না
আমি অনন্যাকে যেমন জাগিয়ে রাখি
সারারাত।
বৃষ্টির জল শুধুই জানে
যমুনার জল ছলাৎ ছলাৎ।
হার জিত একটা আছে
ওগো, গরবিনী আষাঢ়।
তোমাকে আমি হারতে দেখিনি কোনোদিন

আমিও হারব না
ছলনাময়ী মেঘেদের কাছে।
হেরে গেলে কি থাকল বল?
ব্যথার গদ্য কবিতা!
চোখের জল আর মেঘের জলের মাঝে
থাকবে না কদমফুলের হলুদ ভালোবাসা?
ভেজা চিরকুট হাতে অনন্যা থাকবে না দাঁড়িয়ে?

নখ

নখ ডুবিয়ে দিয়েছিলে বুকে ।
রক্তও একটু দেখা দিয়েছিল আঙুলে।
সে আঙুল জলে ধুয়ে মুছতে পারোনি ব্যথা।
সে আমিই জানি মাত্র।
তোমার অহঙ্কারে সে কথা তুমি অস্বীকার করতেই পার।
কার কি এলো গেলো,
তোমারও না
আমারও না।
বুক জানে কোথায় ফুটেছিল পদ্ম।
আঙুল জানে
সে ঠোঁটে ছিল এক পৃষ্ঠা কবিতা।
নেল পালিশ উঠে গেলে
নখেই জন্ম নেয় কোনো কোনো ব্যথা।

টমেটো সস ও বকবকম পায়রা

আমি চোখ বন্ধ করব না
এ মাসে বৃষ্টি নামবে
আমার ছাদে সিঁদুরে রঙের ফুটো
আমি ছাদ মেরামত করব না।
জলে ভিজে যেতে যেতে
শুষে নিতে চাই তোমার মেঘ ।
তোমার ঠিকানা লেখা চিরকুট পকেটে ছিল
ধোপানীবৌ সাবান জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।
কলমের কালি শুকিয়ে গেছে
কাল রাতে কলমটা ভেঙেছি।
তোমার গন্ধমাখা আমার টিসার্ট,
তোমার কৌশিকী অমাবস্যার সেই ছন্দ
চুরি হয়ে গেছে কতবার।
শেষবার তুমি বলেছিলে,
যত্নে রেখো চাবিখানি
ত্রিনাথের মেলায় যাব,
ফিসফ্রাই আর টমেটো সস
খেতে খেতে হারিয়ে যাব কারও হাত ধরে।
খুঁজতে যেও না।
ধুর,
কলিতে কেউ কাউকে খোঁজে নাকি?
মেঘ কখনো দোলনায় দোলে নাকি?
বোশেখের সূর্য কখনো ডোবে নাকি?
আমি এখন অনেকটাই বদলে গেছি।

পূর্ণ যাপন

যখন খসে পড়ে আস্তাবলের আস্তরণ
পুরুষ তখন নির্বিকার
খয়েরি তনু আকর্ষণ হারায় ক্রমশ
আকাশ ক্রমেই হয়ে ওঠে হলদেটে কালো বিড়াল।

নারী তখনো ভাবে,
সর্বস্ব দিয়েছি
সর্বস্ব খুইয়েছি
আর একবার ফিরে আসুক যৌবন ।
পুনর্ভবার মতো না হয়
চন্দ্রভুক হবো।

আর একবার না হয়
তপ্ত বালুকায় বুক পেতে দেব
কামুক বিপাশার মতো হারিয়ে যাব নদীতে।
নারী হারাতেই আসে, হারতেই আসে
হেরেই পূর্ণতা গর্ভিণী রজনীর
হারিয়েই কুমারী রজঃস্বলা হয় সন্ধ্যাবেলা।

বৈশাখী রংধনু

অঞ্জনাকে বললাম,
‘ঈশ্বর জানেন,
তিনি ভালো আছেন
নিঃস্বার্থ নিবাসে।’
পাল্টা প্রশ্ন করল অঞ্জনা,
‘সাদা চিল কেন আকাশে ওড়ে?’
‘সাদা চিল ওড়ে
বিশ্বাসে,
কখনো অভিমানে।’
‘তাহলে গোলাপ কেন ঝরে পড়ে সাতদিনে?’
‘অঞ্জনা, গোলাপের কোনো স্বপ্ন নেই,
ঝরে পড়াতেই ওর আনন্দ।’

অঞ্জনা দু'হাতে কচি ডাল ভাঙল,
‘তুমি তোমার আর্কাইভেই বন্দী থাকবে সারাজীবন?
একটু ছোঁয়া - এতোই মূল্যবান?’

ছোঁয়া আর পাওয়া যে
বৈশাখের রংধনু,
বেড়েই চলে
সব নিতে চায়
সব দিতে চায়।
তখন তুমি পালাবার পথ পাবে না।
আমার ঋণ শোধ করতে পারবে?

পর্ণমোচীর ছাদ বাগানে

দুঃখরা জমাট বাঁধে ব্যথার পদতলে।
পৃথিবীটা অনেক বড়ো
একবার না হয় চোখে চোখ রাখ,
রোমের অভিমান সরিয়ে রেখে প্রাচীন চিলেকোঠায়।
কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়াতাম দুজন
ঔদার্যের কাঁটা চামচ হাতে।
চলো,
এ মুগ্ধ পৃথিবীর কথা ভাবি কিছুক্ষণ!
একবার না হয় হারি
পৃথিবীর কাছে।
কারো
কিছু নেই হারাবার
পৃথিবীর এ পথে!
চন্দ্রভূক আঁধারে পিষ্ট নরম মখমল।
একবার নেমে এসে দেখ
এ ধরনীর দখিন সাগর।
সকল দুর্বোধ্য সঞ্চয় ভাসিয়ে দাও ওদের চোখের জলে।
ওদের হৃদপিণ্ডে দাঁড়িয়ে বল,
কিছু নয়
আমার ঠুনকো পদাবলী
কিছু নয়।
ক্রুশবিদ্ধ হোক শরীর।
যীশুও মরেনি যন্ত্রণায়,
পুনরুত্থান দেখেছে
অপমানিত বিকেল।

সূর্য হাতে শুক্রবার
জেগে উঠেছিল যীশু।
পৃথিবীটা অনেক বড়ো
তার চেয়ে বড়ো তমসায় যুগল পথচলা।
পৃথিবীটা খুব ছোটো
তারও চেয়ে ছোটো
চৌকাঠ পেরোনোর প্রাণ।
এক স্তব্ধ বেলাভূমিতে
বসে আছি কতোক্ষণ।

চলো, পালাই

(অন্তরালে অন্তরায়)

যখন তোমার পায়ের আওয়াজ থেমে গেল
তখন
তোমার পুরোনো নুপুরজোড়া
কানে ধরলাম
ছলাৎ ছলাৎ রিনিঝিনি ।
যখন পাঁচতারার বলরুমে শীতাতপে
ঘামে নেয়ে ওঠা তুমি
তখন চৈত্রের দুপুরে কবিতায় আমি।
যেদিন তুমি সমুদ্র স্নানে সফেদ ফেনা
আমি সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালাম
উদোম গায়ে আমার জন্মক্ষণের বারান্দায়।
আমার
কেন এতো ভণিতা
বলতে পারো?
সোজাসাপ্টা বলতেই তো পারি,
তুমি আমার রোজকার একঘেয়েমি।
তার চেয়ে চলো পালাই।

নিষ্ক্রমণের পথে

পাখির পোড়া ডানা
বিক্ষত চাঁদের টুকরো
জমাট বাঁধা নিঃস্বতা,
নৈঃশব্দ্যের এমন অতুল আয়োজন
উষ্ণ চৈত্রে যতটা সম্ভব
শুধু তোমাকে ভোলানোর জন্যে নষ্ট কবিদের
দীর্ঘশ্বাস কবিতা ।
বইপাড়ায় হঠাৎ দেখা অর্পিতা
সেও বলল,
তোমার সজনীরা আর বেগুনী পাখি ভালোবাসে না।
ফিরে যাও গোকুলে।
অর্কেষ্ট্রার সপ্তম সুরে তবুও বেঁধেছি সব ক'টা গান।
জানি, আমার কবিতার অভিমান
খসে পড়বে খান খান
কেউ তাকাবে না।
কতটা পথ হাঁটলে তোমার দেখা পাব
আমি কাউকে বলিনি।
একগোছা খোলা জানালা
একজোড়া কানের দুল
বিউটি পার্লারের গোপন সংলাপ
আস্ত একটা নতুন গিটার
এক গেলাস নরম পানীয়
দুটো লাল ফুল- ব্যাস্।
বয়স তো হল, এর বেশি নেই কোনো প্রয়োজন।

রুখে দাঁড়াই

ঘাটেই দেখো নৌকোখানি বাঁধা আছে,
আমিই না হয় শেষ পারাণির শেষ কবিতা।
পথেই দেখো তোমার পথে দাঁড়িয়ে আছি একতারা
আমিই না হয় শেষের পথিক
গান শোনাব
যদি তুমি পথ ভুলে যাও,
ইউক্রেনের পাশেই লাল কৃষ্ণসাগর
পৃথিবীটা আজ
নিকষ কালো অন্ধকার।

সন্ধেবেলা
সারাদিনের অবসর
আমিই না হয় এগিয়ে দেব
কাঁচামাটির পিদিমখানি,
যদি তুমি দেখতে না পাও তুলশীতলার কাঠের সিঁড়ি,
সিংহাসনের বদ্ধ দুয়ার।
চেরনোবিলে জ্বলছে আগুন
আলো আঁধারি ভয়ঙ্কর
আসা যাওয়ার হট্টমেলায়
নিঃশব্দে বোঝাপড়া।
মরছে শিশু
মরছে মানুষ
ঝন ঝন ঝন ঝন অস্ত্রের শব্দ।
সুহাসিনী, দেখতে কি পাও?
ওদের পায়ের নিচে জ্বলছে আগুন
টিউলিপের মেহেন্দি রঙ ছারখার!

যুদ্ধ ফেরত ছিন্নবস্ত্র যুবতী
চোখের নিচে কালসিটে তার
বুকের নিচে যন্ত্রণা,
কৃপাণ হাতে
রক্তমাখা কাপালিক
রক্ত চাই, রক্ত চাই
ছুটছে দেখ দিগ্বিদিক।
ট্রেন লাইনে
ঘুমিয়ে আছে মাথা পেতে
কিসের লাশ? সভ্যতার।
ছুটছে মানুষ দিগ্বিদিক।
নিভে গেলে কে শোনাবে
শেষ বিকেলের হুইসেল,
কু ঝিক ঝিক
কু ঝিক ঝিক!
শুনতে কি পাও না সুহাসিনী?
ইউক্রেন থেকে ছুটে আসে শেষ
রক্তমাখা আর্তনাদ!
চল যাই বারুদ চোখে রুখে দাঁড়াই
একবার রুখে দাঁড়াই কবিতায়
প্রতিবাদে।
এগিয়ে আসছে সর্বনাশ।

রমনীয় রূপনারায়ণ

এক রমণীয় রূপনারায়ণ পেতে চেয়েছিলাম
একজোড়া জলপাই পাতার বিনিময়ে ।

গোয়ার সমুদ্রতট
উন্মুক্তবক্ষে শুয়েছিল
জীবন বয়ে গেল
দু'খানি কবিতা লেখা হল না।

নিঝুম নির্ঘুম রাত বলে গেল
সব পেয়েছ আদিম মানুষ,
সভ্যতার কংকাল দেখনি
আর কিছুদিন বাঁচো।

ঘুম ভেঙে সকালে
সরালাম জঞ্জাল
আবার জেগে উঠি
অস্থিতে জ্বালিয়ে আগুন
আছি তো আমি আছি, বেশ আছি
তোমারই পাশে ।

বদল

ভুলতে চাওয়াটা রাধিকার মুখোশ
বুকের ব্যথাটা ওর ফ্যাশান
মনে রাখাটা আমার নিত্য ফরমাশ।
তটিনী তন্বীর রূপ যেমন
আমার চোখের তারায় বসবাস,
ক্ষীণকটি আধুনিকার
ইন্সটাগ্রামে যেমন রাতবিলাস।
কেউ ভোলে না, বদলায়।
ছাদে বোগেনভিলার বাগান সাজালাম
ফুলের মতো পাতা, পাতার মতো ফুল।
মানুষের মন যেমন
বিছানায় হারানো হলুদ জোছনা
স্বপ্ন যেমন চৈত্র মাসের কাঠবেড়ালি।
ভোলে না শুধু বদলায়।
ইচ্ছেগুলো যেমন
হারায় না মোটেই, পাল্টায়।
ভালোলাগা যেমন স্কুলড্রেসে নুন শো,
কলেজ ক্লিভেজে হাফ পেজ জিওগ্রাফি,
মাঝবয়সে সে সব
ভার্চুয়াল পরকীয়া।
সব যেন টিভি পর্দায় লোমনাশকের বিজ্ঞাপন।
আমি কিচ্ছুটি বলবো না তোমাকে কোনোদিন।
একদিন
কবিতায় লিখে যাব তোমার নাম মেঘনাদের ছদ্মবেশে।

উত্তরাধিকার কবিতা

চৈত্রের দুপুরে আজ কোকিলের ডাক শুনেছি।
শুধু কাঠফাটা রোদ
শুধু অপ্রেম
শুধু একলা পথিক
শুধু পিওনের বিবর্ণ চিঠি
- এটাই চৈত্রমঙ্গল নয়।
নির্জন চৈত্র বলে গেল
দ্যাখো,
আমি আছি তোমার শার্শিতে
অথবা
তোমার উঠোনের মধ্যিখানে
অথবা
তোমার তৃষ্ণার গভীরে।
লিখে রাখ কবিতা একখানা
পৌঁছে দেব নরম আঙ্গুলে।
চাঁদের ঠিকানা তোমার অপেক্ষায়।
সেও
তোমার মতো ঝড় হবে একদিন
সেও তোমার মতো
ঈশান কোণের বৈশাখ হবে একদিন।

হাসি ও তপস্বিনী

কফিনবন্দি কবিতার মতো মোলায়েম
কালবৈশাখী পুরুষের মতো সন্ধে
বছরে একটি দিন নারীদিবস পালনের মতো উপহাস
আমি না হেসে পারলাম না।
নেশাখোর আনাড়ি যুবক যেমন স্বপ্ন দেখে,
নারীত্বের অপমানে
নিম্বুপানি বক্তব্য
যেন অলৌকিক বাথরুমে রাত্রিবাস,
এবারও না হেসে পারলাম না।
সুডৌল রমনী,
শুধু ভালোবেসে যাও
কমলা দাসীর মতো আনত নয়না থেকে যাও
চটিজুতোর গন্ধ শুঁকে
ধুলো মুছে যাও
জন্মান্তর।
বাকি যত মিষ্টান্ন তাবৎ পুরুষের।
তোমাকেই বলছি শোনো তপস্বিনী,
তুমি হাসতে ভুলে যাচ্ছ রোমান্টিক রানি ক্লিওপেট্রার মতো।

সমর্পণ

যন্ত্রণা ছাড়া পরিসমাপ্তি আসে না
হোক সে জীবন
হোক সে কথামালা।
ইন্দ্রপতন হতে গেলেও
একটা বাঁশি ভাঙার কান্না চাই
বাজতে বাজতে ভেঙে
নিরব চুরমার।
প্রদীপ নিভে যায়
আপন মনে
ক্লান্ত শরীর যখন
শোকস্তব্ধ কবিতারা
তখন সেতারের সুর
অথবা বিধবার ভুলে যাওয়া সিঁদুর।

শীতল শব্দের মতোন

হারাবার কিছুই নেই
নিত্য অবসর
ফুরোবার কী বা অবশেষ
জেগে আছে শঙ্খ
পেয়েছি যা শত মুঠোয় উদ্বৃত্ত
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওখানে এখানে
শীর্ণ ছিন্ন মালার মতোন
আশাহীন
অশ্রুর মতোন।
শুধুই হেঁটেছি এতোটা পথ অকারণ
আর কতো মিথ্যে বেচা কেনা
আর কতো কুসুমকুমারী হাসি খেলা !
কবে আর বুঝবে
ট্রয় নগরীর একলা প্রান্তে
ফুল আর স্বপ্নরা বসেছে সহমরণে।
আমি বিকেল শুনতে পাই
আমি সন্ধ্যা দেখতে পাই
যদি চিনতাম তোমারে,
কেন বাঁচাও
কেন মৃত্যুরে রাখো শিয়রে?
একটি অবাক প্রশ্ন রেখে যেতাম।

ঘৃণা

আমি যদি মরে যাই!
কীই বা ক্ষতি!
আলোর স্বাদ নিয়েছি জিহ্বায়
বাতাস ধরেছি মুঠোয়
তোমাকে ছুঁয়েছি নিশীথে
ছেষট্টি ফাল্গুনের আবির লেগে আছে ঠোঁটে
এ আমার অহংকার
আমি যদি মরে যাই !
দুঃখ কার!
করোনা এঁকেছিল চুম্বন
নিতে পারেনি
ছোবল দিয়েছিল
সুনামি উমফান
মুছতে পরেনি ছবি
সতেরোখানা বই কিনেছি সতেরো বইমেলা থেকে
যদি না থাকি আর! দুঃখ কার!
জেনে গেছি- ভেজা আকাশটা আমার
পৃথিবীর সোঁদা গন্ধটা আমার
তুমিও যে একটুখানি আমার।
দুঃখ কার, কবেকার!
চল, ঘাতকেরে ঘৃণা করি দুজনে
ভেঙেছে দুয়ার
ভেঙেছে দেয়াল
ইউক্রেনের রাস্তায়
যন্ত্রণায় নতমুখ

গীর্জার ভাঙা ঘন্টা ।
বোমার আঘাতে
আকাশে কালো ধোঁয়া
ইচ্ছে করে না মরতে।
তুমি আছ তাই
মর্ত্যরে বেসেছি ভালো
এখন মাত্র দ্বিপ্রহর
চল, ঘাতকেরে ঘৃণা করি দুজনে সমস্বর।

আকণ্ঠ ফাল্গুনে

শরীরে ওর কুঁড়ি এসেছে
ফুলও ফুটেছে।
আর মনে?
মনে ওর শুধুই প্রশ্ন।
মনে ওর একরাশ আকাশ।
যেদিন ঘর ছেড়েছি
পথেই পেতেছি আসর
বাউল ঠোঁটে যেদিন ডেকেছি,
এসো ফাল্গুনে
বেঁধেছি বাসর।
তুমি ছুটলে আঁচল উড়িয়ে
কৃষ্ণচূড়ার ডালে,
দাঁড়াও ওদের ডেকে আনি
পলাশ
আবির আর সুখের হাতছানি।
আমি সেই যে রইলাম
চোখ বাড়িয়ে।
তুমি বললে,
ফাল্গুনের শাখায় যত সুখ,
আমি ঘরে ফিরব না আর
তোমার পথে পা মেলাব না আর।
আমি সেই যে রইলাম দাঁড়িয়ে।
শতাব্দীর বিশ্রামেও
ফিরতে পারলাম না।

আমি সেই যে রইলাম
চোখ বাড়িয়ে।
তুমি বললে,
ফাল্গুনের শাখায় যত সুখ,
আমি ঘরে ফিরব না আর
তোমার পথে পা মেলাব না আর।
আমি সেই যে রইলাম দাঁড়িয়ে।
শতাব্দীর বিশ্রামেও
ফিরতে পারলাম না।

চুপকথা

আমি একটা পাথর হতে চাই
উবু হয়ে শোয়া
পিঠের ওপর অকর্মণ্য অপবাদে।
সে পাথরে
গান আছে
প্রাণ নেই
বুকে জল আছে
মুখে কথা নেই।
আগুন আছে রুদালির
দু'চোখে ব্যথা নেই ।
স্বীকৃতি চাই ভালোবাসার-
পথভোলা পাখির ডানায় এভাবেই
আঁকা থাকে নবান্নের দিনলিপি ।
একদিন পাথর ভেঙে খান খান
চৌচির,
টুকরো টুকরো কাঁচভাঙা রঙিন বাসর
পথিকের পায়ের ধুলোয় বিবর্ণ ধুসর।
বহু যুগ পরে
অঙ্কুরে লেখা হবে
আমাদের চুপকথা।

বহুব্রীহি

ত্যাজিলাম এ ব্রজধাম
ত্যাজিলাম এ সুখ আলস্য ।
চলিলাম-
কোথায় কঠোর সাধনা?
কোথায় নিরন্তর ভর্ৎসনা?
যেখানে কৃপাণ
যেখানে আগুন
যেখানে তাণ্ডব
যেখানে রূঢ় রুক্ষ পাণ্ডব
সেখানেই পতিতপরাণ মানুষ
সেখানেই ভালোবাসার আবাসন
সেখানেই ভরসা বিরহীর
সেখানেই অমৃত ভাণ্ডার আমার, তোমারও।
যদি মন চায় খুঁজে দেখ একদিন অশৌচ কারাগারে।
আমি হারাব না অদৃষ্টে
নিষিদ্ধ আঁধারেই পাবে আমার শিরস্ত্রাণ
আমার সুগন্ধ অন্তর্বাস।
হয়তো ত্রস্ত ব্যস্ত আমি
ভ্রষ্ট নষ্ট পাপড়িতে জল সিঞ্চনে
দগ্ধ রমণীর পরিচর্যায় ।
ত্যাজিলাম তোমারে
নতুন করে পাব বলে
নিরাসক্ত সেই আনন্দমঠে।

মন রেখেছি ময়দানে

শরীর ছেড়ে মনটা আবার রেখেছি ময়দানে,
সব বাকি রয়ে গেছে
আমি আবার যাব যন্ত্রণার উপশহরে
সেখানে এখনো যুদ্ধ
আঁধার সরাতে আবার যাব
ক্লিষ্ট মুখের মুখোমুখি হব
ধানের গোলায় কৃষাণীর পরিচর্যায় বসাব পূণ্য বসতি
নগরীর উপকণ্ঠে ওড়াব
মুক্ত কিশোর কিশোরীর ঝাঁক।
সেদিন না হয় নেব
দু'দন্ড বিশ্রাম
সুহাসিনীর পাশে
উপেক্ষিত বারান্দায়।

এলোমেলো হাওয়া

ঘাসের মতো অক্ষর
আর নুপুরের মতো ভালোবাসা
দুটোই নিপুণ।
আমি তাইতো খুঁজি
কোথায় কপোতাক্ষ
কোথায় একটুখানি নীরব বিকেল।
যখনই আমি সর্বস্ব হারাতে চাইলাম
তখনই মেঘনাদের আর্তনাদ
যখনই আমি সনেট বুঝতে চাইলাম
তখনই এলোমেলো হাওয়া।

আমি অথর্ব হতে চাইলাম।
জানলার গ্রীলে মুখোমুখি দুটো সবুজ পাখি
ওরাও আমার ভাষা বুঝতে পারল না।
রকে বসে ছেলেরা তখনও ঝিমোয়।
মেঘনাদও জানতে পারল না কোন দোষে
লঙ্কায় এতো আগুন,
রাবনের দুঃখ না সীতার অভিমান?
রকের ছেলেরা রে রে করে উঠল,
ভণ্ডামি ছাড়ুন।
দাদা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর গোড়াতেই গলদ।

একটি হৃদয় রেখে যাও

ভাঙা পূর্ণিমা চেয়ে দেখেছ কেউ?
আহ্লাদে আটখানা চাঁদ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়
তবুও চাঁদ অহঙ্কার ছাড়ে না।

প্রাণান্ত অন্ত্যমিলের কবিকে হাসতে দেখেছ কখনো?
সবুজ মাঠে মরুভূমির উট চরিয়ে সন্ধ্যা ডেকে আনে।
অন্ত্যেষ্টিতেও যাবে না
পথেও হাঁটবে না।

দিগ্বিজয়ী বীরের বাজুবন্ধ স্পর্শ করেছ কেউ?
ঘরে ফিরে শূন্য রাজমহল,
পলাতকা প্রিয়তমা।
তবুও
তরবারি থেকে রক্ত মুছবে না।

সুহাসিনী শুধু চেয়েই থাকল কবিতায়।
কলমের আঁচড়ে একদিন লিখল,
একটি হৃদয় রেখে যাও
যেখানে চোখের জলে ভিজবে নিকষ পাথর।

ব্যথার বৃত্তে

ব্যথা হোক বাঙ্ময়
জলের যেমন রঙ থাকে না
ব্যথা তেমন ঠিকানা রাখে না।

মন রাঙাতে সজনীর,
ব্যথাই পারে ফিরে ফিরে আসতে
ব্যথাই জানে
পায়রাগুলোর পালক ছুঁয়ে ভাসতে।
রুক্মিণী তুমি কেন পার না?
ব্যথার মতোন ইচ্ছেগুলো আঁকড়ে ধরে নাচতে ?

নিন্দা মেখেও চাঁদ যেমন রং বদলায় জোয়ার ভাটার মোহনায়,
ছেঁড়া পাতায় ব্যর্থ কবি যেমন নিদ্রা যায় যন্ত্রণায়।
খোয়া খোয়া কার্ণিভালে
রুক্মিণী, তোমায় কেন একটিবারও তেমন করে দেখি না?

ফাঁকা ঘর, কেউ ছিল না। কেয়া আন্টি মৌ মৌ-
'নতুন নিয়মের অঙ্ক শিখবি?'
রঙ তুলির হ্যাঁচকা টানে
বয়সের ফারাক গেল ঘুচে
ক্যানভাসের বাঁধন গেল মুছে
কি জানি কি যে হল
জড়িয়ে ধরে আর ছাড়েনি
শীতের দুপুর সেই পৌষে
সব হারালাম, তখন আমার বয়স সবে ষোলো।

কেয়া আন্টি
সেই যে গেল
কিসের ব্যথায় কে জানে
আর আসেনি আমার বাড়ি অঙ্ক কষার টিউশনে।

তুমি না হয়
কাকাতুয়া হৃদয় ছুঁয়ে
নাচতে পার আয়েসে,
তুমি না হয় প্রজাপতি
ফুলের গন্ধে রুক্মিণী।
তুমি না হয় আমবনে
তোতাপাখি রাগিনী।
তুমি না হয়
নেবুপাতায় শিশির ভেজা গন্ধ ।
মনের সুতোয় এতো কেন ধন্দ?
তোমার কোথায় এত ব্যথা
এই পৌষের শিশিরে?
মুছে দেব, সন্ধি করি, এসো না!

নিভৃত যাপনে

মন আর শরীরে
আজ কোনো বিভেদ নেই
শুধুই কিছু
সেদিনের না লেখা কবিতা ।

বিছানায় এপাশ ওপাশ
অস্থির নীরবতা
শুধুই ওপারের কিছু
 না জানা গান।
দিন রাত্রির কোনো বিভেদ নেই ।
যেন শুনতে চাই-
সূর্য, তুমি আমাকে নিয়েই ঘুম ভাঙবে তো?

যেন জানতে চাই
আর একটি সকাল,
তুমি
সকলের জন্যে জাগবে তো?

অনবদ্য দিনান্তে

সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা আমার!
প্রভুর দর্শন ছাড়া মৃত্যু নেই,
শরশয্যায় কাতর
কৌরব সখা ভীষ্ম।
মৈথুনে মৃদঙ্গ ভৈরবী,
পুড়ে ছাই হোক ধরিত্রী-
শকুনির মন্ত্রণা উষ্ণ বাতাসে ।
ঘৃণা কর পাপ
ক্ষমা কর পাপীর অন্তর,
ক্রুশবিদ্ধ যীশু শান্তির ফেরিওয়ালা
বিপন্ন বন্দরে।
যাত্রা পথে
কাঁটা বিছিয়ে দিতে পারেনি আজ রাতে।
বৃদ্ধার কপালে হাত রাখেন হযরত।
'জননী, তুমি কি অসুস্থ?'
বৃদ্ধা কাঁদেন চোখের জলে,
তুমিই মহান, তুমিই পয়গম্বর।
গভীর অসুখ পৃথিবীর এখন।
জরা মৃত্যু শুধুই গনিত শুধুই ধারাপাত!
ফুল ছড়াতে ছড়াতে
হেঁটেছি কতটা পথ, ফিরে দেখিনি কোনোদিন
পায়ে চাপ চাপ রক্ত।
সূর্যাস্তের দিকে হেঁটে চলেছি উদয়াস্ত আমরা কতিপয়,
নতুন সূর্য এনে দেব একদিন
আগামি শিশুর বাঁশিতে, হাসিতে।

অতল সমুদ্র তখন

পুরনো মানুষ চলে যায়
ক্যালেন্ডারের পাতায় সে বনফুল হয়ে যায় ।
জীর্ণ বছরটা মরে যায়
পৃথিবী মরে না
পুরোনো মানুষ চলে যায়
ইউক্যালিপ্টাসের ওপারে শুকতারা হয়ে রয়।
মানুষ মরে না।
কিছুই হারাই না ডিসেম্বরে।
আমরা যারা রয়ে যাই
দু'হাতে সবুজ শিউলির গান
পানপাত্রে অতল সমুদ্র তখন ।
স্তনদুগ্ধের শিশুটি আজ সকালে হেসে উঠল
কচি পাতার মতো।
তাকে শুনিয়েছি,
স্বয়ম্বর সভায় নিয়ে যাব তোমাকে
রাজকন্যা তোমার অপেক্ষায় ।
শিশুকে শুনিয়েছি,
অমৃত পান করছে মানুষ,
পৃথিবীর মানুষ প্রাণের অপেক্ষায় ।

অপ্রাপ্তির দিনপঞ্জী

জানতে চেয়েছি মাত্র-
ইচ্ছে তুমি কার প্রতিচ্ছবি?
বয়সের না কল্পনার?
বয়স পূর্ণ কানায় কানায়,
কল্পনা সীমানা ছাড়িয়ে তোমার দরজায়।
নিরুত্তর থেকেছে আমার অহংকার।

সাহস তুমি কার দাসানুদাস?
দরবারের না দীনতার?
সাহস আমার শার্শি ভেঙেছে দরবারের,
দীনতায় আমি রাজভিখারি।
তুমি বললে, স্পর্ধা তো কম নয়, রাজর্ষি!

পথ ভুলে
তুমি আমি সেই পথেই পেতেছি সংসার।
মধ্যিখানে একটি মাত্র গোলাপ
একটি মাত্র পায়রা।

গোলাপও যা
পায়রাও তাই
হাতে পাই না
ধরা দেয় না।
সুখ সুখ বলে চিৎকার।

তোমার বিকেল তোমার রোদ্দুর

সব পাখি ঘরে ফেরে না
কিছু পাখি ঠিকানা লেখে
আনকোরা কচি ডালে ।
সব রোদ্দুর ফুল ফোটায় না
কিছু রোদ্দুর নিশ্চুপে খোঁজে
পাহাড়ের ঢালে উন্মনা তরুণী ।
সব ভালবাসা
ঢেউ তোলে না হৃদয়ে
কিছু ভালোবাসা মৃগনাভি সুগন্ধ হয়ে যায়
কান্না কুয়াশায়
বিরান পথের ধুলোয় ।
আমার সব বাঁশি
তোমার পিয়াসী ঠিকানায় পাল তুলতে পারেনি,
কখনো সে সুর
হারিয়ে গিয়েছে তোমার বগেনভিলায়
কখনো সে গান
হারিয়ে গিয়েছে
নীরব অবহেলায় ।
এ অবেলায়
আমি এখনো কোথাও বিকেল, কোথাও রোদ্দুর,
কোথাও জন্ম জন্ম কাঁচভাঙা বাঁশি।

মুক্তো নয়তো ঝিনুক

মুক্তো নয়তো ঝিনুক
কিছু তো হবে।
নিয়তি নয়তো জলতরঙ্গ
কিছু তো হাসবে।
আদর্শ নয়তো ক্ষমতা
একটা না একটা হোর্ডিং
বেরিকেড নয়তো কার্পেটের নিচে ঘুম
একটা না একটা ফয়সালা।
মোকাবেলা একবারই
সোনার গৌর নবাবপুত্তুর
গীতগোবিন্দ রাজামশাই
আফিমে মশগুল ।
হুইসেল বাজে
ভোরের মেল ট্রেনে।
নয়নতারা,
আর কেঁদো না।
তোপধ্বনি শুনতে পাচ্ছ ?
চল, মহুয়া ইস্টিশনে।
ওরা আসছে।

দাস

কে তুমি এসেছ
আলখাল্লা যুবক?
এদিকে এঘরেই তোমার একমাত্র ঘর
এ নটিনী মহল্লায় ।

কোনখানে একই গুঞ্জন?
আমিই সুন্দরী সেরা পেলব তন্বী
কোমল বল্লরী।
শুধু আমাকেই দেখ।

কোনখানে বিলাপ
আমি আমি আমিই,
চোখ মেলো না অন্য কোনো
রক্তাক্ত করবীর দরজায়?

দেখতে যেও না
কোন ঘরে শুয়ে আছে দুখিনী রুক্মিণী।
খুঁজো না আর কারো কপাল চন্দন
আর কোনো আজন্ম কুমারী।
চোখ বুজে পড়ে থাকো
সিঁড়িতে
হাতে পায়ে শেকলে।

আকীর্ণ জীবনে

চাওয়া পাওয়ার
মাঝখানে ব্যথা এতই দীর্ঘ নদী
কীর্ণ জীবনটাই জানে।
স্বপ্ন আর সকালের মাঝখানে এতই করুণ আর্তকথা
লিখে গেলাম
শেষ বিকেলের বিষাদসিন্ধু।
অনেকটা সুখ জলে ভাসিয়ে
ছেষট্টি প্রদীপ জ্বালিয়েছি,
অনেকটা দুঃখ ক্রোড়ে নিয়েও
তোমার অধরা থেকেছি
পৃথিবীর অন্তরালে ।
চারণকবি হতে চেয়েছিলাম
হয়ে গেলাম আজ্ঞাবহ রামানুজ,
থাকতে চেয়েছিলাম পথে পথে
দোতারা খঞ্জনী হাতে
হয়ে গেলাম ঘরকুনো বিলাসী তাপস।
অল্প সঞ্চয়ে জেনে গেলাম
ভ্রান্তির চোরাগলি,
অতি অল্প পাথেয় চিনিয়ে নিয়েছে
জীবনের সারেগামা।
কী অপূর্ব স্বর্গ এ পৃথিবীতে
নিদ্রা যায় প্রাপ্তি আর যাপন
একই বিছানায়
দুঃখ দুঃখ ছলনায় ।

রয়ে যাই কিশোর

এসেছিল তোমার কোমল গান্ধার
একতারা মৃদঙ্গে নয়তো জলতরঙ্গে।
আবারও হেরে গেলে
সুহাসিনী,
চিনতে পারোনি হীরে পান্না চুনী।
রাশমেলায় তুমি লালপেড়ে হলদে শাড়ি
তুমি কোমরে বিছে,
কারে খুঁজেছিলে অভিমানিনী
জানতে দাওনি
চলে যায় সময়।
কতো ঠিকানা হারায়
কতো বলিরেখা নিয়ে
প্রান্তরে ঘোরে
দেখা যে না হয়
কোনো বসন্তে, কোনো হেমন্তে।
বিরহের দেয়ালে
কতো নাম মুছে যায় নতুন পলেস্তারায়।
সবার অলক্ষ্যে
কিশোরী বড়ো হয়
কার ছবি লেখে অন্তরে,
টলমল দিঘির লাল পাথরে।
জানি না কেন দু'বেলা সাধ হয়
মৃত্যুহীন কিশোর রয়ে যাই
বাঁশরী বাজাই
নিত্য সকাল ।

অন্বেষণ

কষ্ট তুমি থেমে যেও না
তাহলে ফুরিয়ে যাব আমি
হারিয়ে যাবে আলাপ।
ঘেরাটোপে কেউ আসবে না
তারা সূর্যোদয়ে ব্যস্ত সৈনিক।
ওরা আমার মতো ক্লান্ত হয় না
ওরা আমার মতো ত্রুটি খুঁজে ফেরে না।
ওরা আমার মতো স্মৃতি আঁকড়ে ঘুম থেকে ওঠে না।
সুখ তুমি অত বেড়ো না।
তাহলে স্তব্ধ হয়ে যাবে আমার কলম,
তাহলে ফুরিয়ে যাব রঙমহলে।
খোলা ময়দানে আড্ডা জমে না।
ওরা ব্যস্ত সৃষ্টিতে।
ওরা আমার মতো সুখের জন্য উন্মাদ নয়।
ওরা আমার মতো
ভালোবাসার কাঙাল নয়।
ওরা আমার মতো
চোখের পাতায় রঙ মেখে স্বপ্ন খোঁজে না।

চিঠির ধ্রুপদী আলাপ

তোমার স্নানঘরে ছড়ানো শত শিউলি,
যদি চাও নিটোল শিশিরবিন্দু
হাত পাতো দখিনদুয়ারে ঘাসের কাছে।
মন রাঙাতে চাও সাত রঙে?
দু'ফোঁটা রঙধনু চাই?
নতজানু হও মেঘের কাছে।
যদি ডুব দিতে চাও
ভালোবাসার রূপসাগরে,
দেখে এসো-
ময়ূরাক্ষীতে বিরহী শাপলা ফুটেছে।
যদি শুনতে চাও পুরোনো চিঠির ধ্রুপদী,
একবার
আসতেই হবে আমার কাছে,
তোমার সব চিঠি
আমি যত্নে রেখেছি।

জোছনার উপশহরে

জীর্ণ পাতা যেমন আঁকড়ে থাকে শীর্ণ শাখা
প্রাণপণে।
ঝরে পড়া বকুল যেমন
সিক্ত মাটিকেই ভালোবাসে আপনমনে।
অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে ফেরিওয়ালার
ঝুনঝুনি শব্দ,
তা বলে নীরব থাকেনি পাথুরে দুপুর।
গীর্জায় বসেও
পেছনে তাকাই,
রিনিঝিনি নিক্কন-
বড়োই মধুর।
তোমার মুখে শুধুই জোছনা,
রাত জেগে ছিল রাতের অন্ধকারে।
কলঙ্কের চাদরেই তুমি ক্লিওপেট্রা,
বহুভোগ্যা চাঁদের নির্নিমেষ কবিতা
অনন্ত রজনীর আদর।
অমৃতের পেয়ালা
খুঁজতে পোঁছে গেলাম
তোমার উপশহরে।
তুমি কি সত্যিই ভালোবাসো আমারে
এবং তাহারে?

মুক্তি

ধরোনি কোনদিন আস্টেপিস্টে,
কি এমন অমৃতবসন্ত আছে যে ছাড়বে?
ব্যথা চোখেই পড়েনি কোনো মধ্যাহ্নে
জলে চোখ ভিজবে কোন মলিন বিরহে?
শাখাপ্রশাখায় যুক্তির জলছবি এঁকেছ শুধু,
পায়ের চিহ্ন পেতেছি পথে প্রান্তরে আবার।
তোমাকে ছুঁতে গেলে পড়ে থাকতে হয় মন্দিরে।
মন্দিরে এতো ধুলো
গায়ে মাখতে পারব না।
হাঁটব হাঁটব আমি হাঁটব
মেঘ মেঘান্তরে
ছুটব ছুটব আমি ছুটব
কাল কালান্তরে।
প্রহরশেষের কাছে
মুক্তি চেয়ে নিলাম।

অস্তরাগে নৈঃশব্দ্য

তুমি যখন ছিলে অন্ধ
তখন কিছু ছিল না তোমার,
চোখ মেলতেই দেখলে
বিকট কালো ক্লান্ত অন্ধকার ।
যখন সব হল তোমার
তখন তুমি দেখলে
এ চরাচর
সবই তোমার পর।
নিয়তি বলে গেল,
এটাই নিষ্ঠুর নিশুতি ।
আমি চোখ রাখলাম অস্তরাগে।
তুমি বললে,
জোছনা জেগে থাকে
মেঘের আড়ালে
আমারই মতো।
আমিও ঘুমোই না
চলো, মত্ত হই সৃষ্টিতে।

করুণা ও ক্লান্তি

হারিয়ে যেতে যেতেও ফিরে আসা যায়
যেমন করে ফিরে আসে সিন্ধু
যেমন করে ফিরে আসে
মহেঞ্জোদারো।

ফুরিয়ে যেতে যেতেও
বিলিয়ে দেওয়া যায়,
হর হর নীলকন্ঠ
যেমন বিলিয়ে দেয়
পার্বতীর সত্বায়।
রম্ভা মেনকা বিলিয়ে দেয়
শেষ লজ্জা দেবতার পায়ে।

যাবে তুমি? যাবে একদিন?
সুতানুটির ঘরে
পল্লীবালা, আধো জাগরণে
আধো শয়ানে।
সিন্ধুতীরে মহেঞ্জোদারোর গলিতে
ঢাকের শব্দ চয়নে।
সব আছে একই আছে-
সেদিনের দুর্গায় এদিনের চোখের জলে
কোনো তফাৎ নেই - ওদের করুণায়
এদের ক্লান্তিতে।

অপরাহ্ণের বাতায়ন

অনন্তরে প্রশ্ন করেছিলাম,
আমি কি হারিয়ে যাওয়া পুষ্পরথ?
অনন্ত বলেছে,
প্রশ্ন করো না।
তুমি দূরত্বের কবলে
হারানো পথ।
তোমার নৌকো বাঁধা আছে পথের শেষে
জলের ফোয়ারায়।
সময়কে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে হল,
আমি কি তবে সময়ের নিয়ন্তা?
সময় চলতে চলতে বলে গেল,
জন্ম তোমার অকস্মাৎ আগন্তুক।
মৃত্যু আমার অনুগত ভৃত্য ।
কিসের বড়াই, শুনশান গুলশান !
চন্দন পালঙ্কের সুগন্ধ!
সূর্যমুখীর অতৃপ্ত যৌবন!
আগুন সাজাও আগুনের পর।
দুহাতে দুমুঠো মাটি তুলে নাও।